সীমান্তে পুশইন বৃদ্ধ মুনতাজ আলী কারাগারে, মানবিক সংকট ঘিরে প্রশ্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে পুশইন হওয়া ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী মানবিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তিনি আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। তীব্র শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছিল তার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর। এরপর বিজিবি মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রাম থেকে মুনতাজ আলীকে উদ্ধার করে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে।

গতকাল শুক্রবার অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মুনতাজ আলীর বোন আমেনা বেগম বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে রয়েছে, তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের প্রকৃত ঠিকানা ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কেন্দ্র শহর । তবে মুজিবনগর থানায় সংরক্ষিত ডায়েরিতে মুনতাজ আলীর ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের নদীয়া জেলার অরুণ নগর গ্রাম—যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় সীমান্তে পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের মানবিক সহায়তা, পরিচয় যাচাই ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মেহেরপুরে এক বছরে ৬ খুন, উদ্ধার ১০ মরদেহ

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় গত এক বছরে আধিপত্য বিস্তার, পূর্বশত্রুতা, পারিবারিক বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও মাদক সংশ্লিষ্ট বিরোধের জেরে অন্তত ৬ জন খুন হয়েছেন।

একই সময়ে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১০ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসব ঘটনায় সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে গাংনী উপজেলায়।

সূত্রে জানা গেছে, গত এক বছরে গাংনী উপজেলায় ৪টি এবং মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী উপজেলায় ৫টি, সদর উপজেলায় ৪টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের একটি পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নিহত তপন এক সন্তানের জনক।

এছাড়া গাংনীর ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভেতর থেকে কাঠমিস্ত্রি বিপ্লব হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার সঙ্গে থাকা দুই সহযোগী ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।

কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) এর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে, যদিও স্বজনদের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার দাবি করা হয়েছে। পুলিশ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া বামুন্দি বাগানপাড়া, গোপালনগর মাঠ, ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ঝুলন্ত ও অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে রাজনৈতিক বিরোধের জেরে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে মফেজ আলী নামের এক কৃষক নিহত হন। এছাড়া আমঝুপি দক্ষিণপাড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে বড় ভাইয়ের আঘাতে ছোট ভাই বাপ্পি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

সদর উপজেলার পাটকেলপোতা, শোলমারি সীমান্ত ও বাজিতপুর সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে একাধিক ঝুলন্ত ও অজ্ঞাত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা ও দুর্ঘটনার আলামত পাওয়া গেছে।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এক বছরে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড ও মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তারা দ্রুত অপরাধীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

সীমান্তে পুশইন হওয়া মুনতাজ যাত্রী ছাউনিতে আশ্রিত, মানবিক সংকট চরমে

মেহেরপুরের মুজিবনগরের আনন্দবাস সীমান্তে পুশ ইন ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্রবল শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

জানা যায়, মুনতাজ আলীর ভাই ইনসান আলী সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। একমাত্র বোন আমেনা বেগম বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারাগারে রয়েছেন। তবে মুনতাজ আলীর বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় যাত্রী ছাউনিতে বসবাস করছেন মুনতাজ আলী। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচাতে স্থানীয়রা ছাউনির চারপাশে পলিথিন ও কাপড় দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। পাশাপাশি কম্বল ও খাবার সরবরাহ করে যতটুকু সম্ভব মানবিক সহায়তা করছেন গ্রামবাসী।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, মুনতাজ আলী কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে কথা বললেও অনেক সময় তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মনে হয়। সীমান্ত এলাকায় তিন দিন না খেয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ঘোরাঘুরির কারণেই তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাতভর তাকে আল্লাহ-রাসূলের নাম ধরে ডাকা এবং বাবা-মাকে স্মরণ করে চিৎকার করতে শোনা যায়।

গ্রামবাসীদের দাবি, হয় তাকে তার নিজ দেশ ভারতে ফেরত পাঠানো হোক, নতুবা বাংলাদেশেই তার জন্য যথাযথ মানবিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় শহর থানার অধীনে তার বাড়ি। এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা জানান, বিষয়টি আন্তর্জাতিক ও সীমান্ত-সংক্রান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে আনন্দবাস বিজিবি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার জানান, তিনি মুনতাজ আলীর বিষয়ে অবগত, তবে বর্তমানে তিনি স্থানীয় জনগণের আশ্রয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ওমর আলী বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। একজন বৃদ্ধ মানুষকে এভাবে খোলা জায়গায় প্রচণ্ড ঠান্ডায় থাকতে দেওয়া দুঃখজনক। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।”

স্থানীয় মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী ওয়াজেদ আলী খান বলেন, “সীমান্তে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন তুলছে। বোনকে কারাগারে পাঠিয়ে ভাইকে এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখাও সংশ্লিষ্ট বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন সৃষ্টি করছে।”

এ ঘটনায় দ্রুত মানবিক ও কূটনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস গ্রামের ক্লাব প্রাঙ্গনে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গ্রামের তৃণমূল মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এবং অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে এই বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে শিশু বিশেষজ্ঞ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা বিনামূল্যে ১৭০জন রোগীকে বিনা মূল্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

মুজিবনগরে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ২ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অবৈধভাবে ভৈরব পাড়ের মাটি কাটার অপরাধে ৩ জন ব্যাবসায়ীকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

গতকাল সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট সাইফুল হুদা এ রায় দেন।

এ সময় অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে বালুমহাল মাটি ব্যাবস্থাপনা আইন ২০১০ সালের ৪ এর ১৫(১) ধারায় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মিয়ারুল ইসলামের ছেলে গোলাম রাব্বী ও গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামোর জিন্নাত আলীর ছেলে জামিরুল ইসলামের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা ও মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে কালুর কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এবং পরবর্তিতে মাটির ব্যাবসা করবেনা বলে কালু মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে মুছলেখা প্রদান করে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট সাইফুল হুদা বলেন, অবৈধভাবে উপজেলা কোমরপুর ও মহাজনপুরে ভৈরব নদীর পাড়ের মাটি কাটছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোমরপুর ও মহাজনপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়।

পরে সেখানে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে মাটি বহনকারী ট্রাক্টর ট্রলি আটক সেখানে মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।

মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩ জন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ ১২ জনের মনোনয়ন জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ১২ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

আজ সোমবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের কাছে প্রার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

মনোনয়নপত্র জমাদানের সময় স্ব স্ব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদের মধ্যে বিএনপির ৩ বিদ্রোহীসহ মোট ৫ জন, জাতীয় পার্টির ২ জন, জামায়াতের ২ জন, এনসিপির ১ জন, সিপিবির ১ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ, বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জামায়াত মনোনীত প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ, এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও বিদ্রোহী প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, আমরা এখনো আশা করছি মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোনয়ন পরিবর্তন করা হয়েছে। সে হিসেবে আমরা আশাবাদী। তবে দল যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই চূড়ান্ত।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর-১ আসনে ১৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

এক বছরে দেশে ঠেলে দেওয়া হলো ৩৭২ বাংলাদেশিকে

এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৩৭২

নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবর ২৬, মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন।

অক্টোবর ২৫, মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

১৮ অক্টোবর, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ১৯, মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ৬, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার সকালে বিজিবির সদস্যরা ওই তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছেন।

আগস্ট ১৯, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

১৪ আগস্ট, মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

আগস্ট ১৩, মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আগস্ট ১, মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

২৯ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১০ জুন, ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়।

জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের

বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ আর নেই

কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক হাজী মো: আমানউল্লাহ বেলু ইন্তাকাল করেছেন।

মরহুমের জানাযার নামাজ আগামীকাল রবিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকায় কোমরপুর বাইতুল আমিনা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। উক্ত জানাযায় সকলে উপস্থিত হয়ে দো-জাহানের অশেষ নেকি হাসিল করুন।